পরিত্যক্ত ভাববাদী

(Rejected Prophet)

লূক লিখিত সুসমাচার ৪ অধ্যায় ২২-৩০ পদ

আজ আমরা ভাববাদী হিসাবে যীশুর বিষয় শিখব। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, কিন্তু তিনি মানুষ হিসাবে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; আর তাই তাঁর পার্থিব পরিচর্যার একটি অংশ ছিল প্রচার ও ভাববাণী। বাইবেলে আমরা ঈশ্বরের মুখপাত্র হিসাবে অনেক ভাববাদীর সঙ্গে পরিচিত হই। ঈশ্বর সরাসরি তাঁদের মনোনীত করতেন। যাজকদের ন্যায় তাঁদেরকে বিশেষ গোষ্ঠীর সন্তান হতে হত না, কিংবা তাঁদের ন্যায় বিশেষ প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা সরাসরি ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত হতেন ও পবিত্র আত্মা তাঁদের উপরে ছিলেন। অনেক সময় তাঁরা একাকী কিন্তু নির্ভয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতেন। পুরাতন নিয়মে আমরা কয়েক শো বার তাদের মুখে এই কথা পাই, ***"সদাপ্রভু এই কথা কহেন।"*** তাঁরা ঈশ্বরের কথা তাঁর প্রজাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। কিন্তু ঈশ্বরের প্রজাদের কাছে তাঁরা সর্বদা সানন্দে গৃহিত হতেন না। কারণ, তারা যখন তাদের পাপ সম্বন্ধে অবহিত করতেন, তাদের অপরাধের বিরুদ্ধে কথা বলতেন, তাদেরকে অনুতপ্ত হতে বলতেন, তখন তাঁদের সেই কথাকে সবাই গ্রহণ করতে পারত না। এ বিষয়ে আমরা পিউরিটানদের একটি কথা স্মরণ করতে পারি, *যে সূর্য বরফকে গলায়, সে-ই আবার কাদাকে শক্ত করে।* ঠিক একইভাবে সদাপ্রভুর ভাববাদীদের কথা শুনে যখন অনেক মানুষ তাদের পাপ থেকে ফিরত, তখন অন্যরা তাদের হৃদয়কে শক্ত করত, ভাববাদীদের আরও ঘৃণা করত।

একইভাবে, ভাববাদীদের পথ অনুসরণ করে যীশুও যখন ঈশ্বরের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তখন কিছু মানুষ তাঁকে ভালোবেসেছে, কিন্তু অন্যরা তাঁকে ঘৃণা করেছে। কেবল তা-ই নয়, তাদের সেই ঘৃণা এমন মাত্রা পেয়েছিল যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে শেষে তাঁকে ক্রুশে পেরেক মেরে হত্যা পর্যন্ত করেছে। কারণ, যীশু পুরাতন নিয়মের অন্যান্য ভাববাদীদের ন্যায় সাধারণ ভাববাদী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন সেই বিশেষ ভাববাদী, যাঁর সম্বন্ধে ঈশ্বর পূর্বে মোশির কাছে বলেছিলেন, ***"আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা কবির, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন"*** (২বিবরণ ১৮:১৮)। মোশির কাছে ঈশ্বরের এই বাক্য প্রকাশিত হবার পর থেকেই মশীহের আগমনের বিষয় ঈশ্বরের প্রজাদের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরী হয়েছিল। কিন্তু তাঁর আগমনের পূর্বে একের পর এক বিভিন্ন ভাববাদী ইস্রায়েলের ইতিহাসে পদার্পন করেছেন। সেই সমস্ত ভাববাদীরা ঈশ্বরের রাজদূত হয়ে, ঈশ্বরের মুখপাত্র হয়ে, বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছে দিয়েছেন। তাই, সেই সমস্ত ভাববাদীকে অস্বীকার করা বা বর্জন করার অর্থ ছিল ঈশ্বরকেই অস্বীকার বা বর্জন করা। কিন্তু ঈশ্বরের প্রজারা সেই কাজই করেছে; তারা এলিয় বা ইলিশার মতো ভাববাদীদের গ্রহণ করেনি। ফলস্বরূপ, তাঁরা তাদের ত্যাগ করে পরজাতিদের কাছে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে, মোশির মাধ্যমে প্রকাশিত সেই বিশেষ ভাববাদী যীশু তাঁর নিজের হোমটাউনে এসেছেন, কিন্তু নাসরতের লোকেরা তাঁকে অবজ্ঞা করতে চলেছে।

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যে, যীশু তাঁর শৈশব যে ছোট্ট শহরতলীতে কাটিয়েছিলেন, সেই নাসরতে এসেছেন। সেখানে তিনি এক সমাজগৃহ থেকে অন্য সমাজগৃহে যাচ্ছেন। এই সময় কোনও এক বিশ্রামবারে তিনি নাসরতের একটি সমাজগৃহে প্রবেশ করেছেন, এবং যিশাইয় ৬১:১-২ পদ সর্বসমক্ষে পাঠ করার পর নিজের আসনে বসছেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, সমাজগৃহের সমস্ত মানুষের দৃষ্টি এখন তাঁর দিকে, তারা যীশুর মুখ থেকে ঈশ্বরের এই বাক্যের ব্যাখ্যা শুনবার জন্য উৎগ্রীব। তখন যীশু কী ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ যদিও আমরা লূকের সুসমাচারে পাই না, কিন্তু সেদিন সেই বাক্য পাঠ করে যীশু যে কথা বলেছিলেন, তার সারাংশ হল: ***"আজই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কানে পূর্ণ হল।"*** এ কথার অর্থ, যীশুই ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ, যাঁর মাধ্যমে তিনি প্রকৃত মুক্তি দিতে চলেছেন।

লোকদের প্রতিক্রিয়া : যীশুর মুখে এই কথা শোনার পর লোকদের প্রতিক্রিয়ার কথা ২২ পদে বলা হয়েছে, ***"তাতে সকলে তাঁর বিষয় সাক্ষ্য দিল, ও তাঁর মুখনির্গত মধুর বাক্যে আশ্চর্য বোধ করল; আর বলল, এ কি যোষেফের পুত্র নয়?"*** প্রথমে নাসরতের লোকেরা যীশুকে সাদরে গ্রহণ করেছে। তারা যীশুর কথা ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে, তাঁর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

প্রশংসা না করে থাকতে পারেনি। কিন্তু তারা যখন যীশুর জাগতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা শুরু করল, তখন উপলব্ধি করল যে, এ তো যোষেফের পুত্র, একে তো আমরা এর ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। কারণ তারা যীশুর পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, প্রতিবেশি; যীশু তাদের সঙ্গেই তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন। আর তাই তাদের পক্ষে তাদের চেনা সেই যীশুকে তাদের প্রভু, ঈশ্বর, পরিত্রাতা, খ্রীস্ট হিসাবে মেনে নেওয়া সহজ কাজ নয়।

তাদের মনে যীশুর বিষয় এই যে সন্দেহ বা অসহানুভূতি তৈরী হয়েছে, তা জানতে যীশুর একটুও দেরি হল না। আর তাই তিনি তাদের সেই মনোভাবের প্রেক্ষিতে এমন কথা বললেন, ***"তোমরা অবশ্য আমাকে এই প্রবাদবাক্য বলবে, 'চিকিৎসক, নিজেকে সুস্থ কর,' কফরনাহূমে যা যা করা হয়েছে শুনেছি, এখানে এই স্বদেশেও কর"*** (২৩ পদ)। এখন, একটু আগে যীশু তাদের কাছে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি প্রভুর আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছেন, যেন তিনি দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেন, বন্দিদের কাছে মুক্তি ঘোষণা করেন, অন্ধদের চক্ষু দেন, অত্যাচারিতদের নিস্তার করেন, . . .। এখন, এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এই সমস্ত নাসরতবাসী, যারা যীশুকে ভালো করে জানে, তাদের কাছে যীশুর হীনদরিদ্র পরিস্থিতির কথা অজানা নয়। আর তাই, তারা প্রথমে যীশুর নিজের পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, নাসরতের লোকেরা যীশুর বিষয় শুনেছে যে, যীশু কফরনাহূমে অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন, তাই নিজের বিষয় সেই সত্য প্রমাণ করার জন্য, যীশুর প্রয়োজন নাসরতেও সেই সমস্ত অলৌকিক কাজ করা। যীশু তাদের মনের কথা উপলব্ধি করেছেন, আর তাই তিনি তাদের মনের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। **যীশুর সঙ্গে তাদের পরিচিতিই** তাদের মনে এই সন্দেহ তৈরী হওয়ার কারণ। তাই, যীশু আরও যোগ করেছেন, ***"আমি তোমাদের সত্য বলছি, কোনও ভাববাদী স্বদেশে গ্রাহ্য হয় না"*** (২৪ পদ)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আমাদের জন্য এই কথা সত্য। কারণ, আমরা প্রত্যেকে ক্রমশ তৈরী হবার পথে আছি, এখনও সম্পূর্ণভাবে তৈরী হইনি। এই কারণে, যারা আমাদের খুব কাছ থেকে দেখে, তারা আমাদের বিভিন্ন মন্দ দিকও দেখতে পায়। ফলস্বরূপ, তারা আমাদের গ্রাহ্য করে না। এ বিষয়ে আমাদের যে সত্য উপলব্ধি করতে হবে, তা হল, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা কেউ নিখুঁত নই, আমরা ক্রমশ সেই পথে এগিয়ে চলেছি, তাই আমরাও পাপ করি। আমরা যখন কোনও মারাত্মক পাপ করি, তখন অবশ্যই তা চিন্তার বিষয়; কিন্তু এখনও নিখুঁত না হওয়ার কারণে আমরা যখন পাপ করি, তখন আমরা যে যীশু খ্রীস্ট নই, সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে।

কিন্তু যীশুর প্রতি এই কথা খাটে না। তিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি নিষ্পাপ-নিঃষ্কলঙ্ক। তাই, যীশুর পক্ষে স্বদেশে গৃহিত না হওয়ার পিছনে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। তাদের একগুঁয়েমি মনোভাব, কঠিন-হৃদয়, আত্ম-ধার্মিকতা, শত্রুতা বা অপরাধী মনই যীশুকে স্বীকার করতে তাদের বাধা দিয়েছে। কিন্তু তাদের এই মনোভাব বা ব্যবহার তারা কেবল যীশুর প্রতি যে করেছে, তা নয়, তাদের পূর্বপুরুষরাও যীশুর পূর্বের ভাববাদীদের প্রতি এমনই করেছিল। এই কথার প্রমাণ সাপেক্ষে যীশু এলিয় ও ইলিশা ভাববাদীর কথা বলেছেন, যাঁরাও তাঁদের নিজের লোকদের কাছে স্বীকৃতি পাননি, যার ফলস্বরূপ ঈশ্বর তাদেরকে পরাজতিদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যেন তাঁরা তাদের কাছে ঈশ্বরের পরিত্রাণ উপস্থিত করেন।

<u>এলিয়ের সঙ্গে তুলনা</u> : তাই যীশু নিজেকে এলিয়ের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, ***"আমি তোমাদের সত্য বলছি, এলিয়ের সময় যখন ৩ বৎসর ৬ মাস পর্যন্ত আকাশ রুদ্ধ ছিল, ও সমস্ত দেশে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছিল, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক বিধবা ছিল, কিন্তু এলিয় তাদের কারও কাছে প্রেরিত হননি, কেবল সীদোন দেশের সারিফতে এক বিধবা স্ত্রীলোকের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন"*** (২৫-২৬ পদ)। এ কথার অর্থ, নাসরতের লোকেরা যদি যীশুকে প্রতিজ্ঞাত মশীহ হিসাবে স্বীকার না করে, তাহলে তিনিও পরিজাতিদের কাছে যেতে বাধ্য হবেন।

যীশু এখানে এলিয়ের জীবনে যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, তা আমরা ১রাজাবলি ১৭:৮-২৪ পদে পাই। ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের পাপের বিচার করেছেন, সাড়ে ৩ বৎসরের অনাবৃষ্টি ও খরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এই সময় এলিয়ের কাছে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হল (৮ পদ)। ঈশ্বর এলিয়কে বললেন, ***"তুমি ওঠ, সীদোনের অন্তঃপাতী সারিফতে গিয়ে সেখানে বাস কর"*** (৯ক পদ)। এখন সীদোন হল সেই স্থান, যেখানকার লোকেরা বাইবেলের ঈশ্বরকে ভালোবাসে না, তাঁর আরাধনা করে না; কিন্তু বালের আরাধনা করে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীকে তাদের মধ্যে প্রেরণ করছেন। কিন্তু

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কেবল প্রেরণ করা নয়, ঈশ্বর আরও বলেছেন যে, সেই দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি *"এক বিধবাকে এলিয়ের জন্য খাদ্য যোগাতে আজ্ঞা দিয়েছেন"* (৯খ পদ)।

আমরা আরও জানি যে, সেই সময় একজন বিধবার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি কত নিচু তলার ছিল। তার স্বামী মৃত, তার একটা ছোট ছেলে আছে। সেই বিধবা হীন-দরিদ্র। তার নিজের কোনও ভূমি নেই, কারণ সে কোনও ভূমির অধিকারী হতে পারে না। তার পক্ষে কিছু আয় করা প্রায় অসম্ভব বিষয়। সে কেবল অপরের দয়ায় উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেই সময় তার পক্ষে অন্যদের কাছ থেকে দয়া লাভ করা কত কঠিন ছিল, তা নিশ্চয়ই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কারণ, সেই দেশে তখন ৩ বৎসর ধরে অনাবৃষ্টি, খরা ও দুর্ভিক্ষ চলছে। এমন পরিস্থিতিতে কে তাকে খাদ্য যোগাতে যাবে? এমন কঠিন পরিস্থিতিতে যখন সমস্ত বিষয় তার বিরুদ্ধে কাজ করেছে, তখন আমরা দেখতে পাই বাইবেলের ঈশ্বর তার প্রতি প্রেম ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।

১০ পদে বলা হয়েছে, *"তখন তিনি (এলিয়) উঠি সারিফতে যাত্রা করলেন; আর যখন সেই নগরের দ্বারে উপস্থিত হলেন, দেখ, সেই স্থানে এক বিধবা কাঠ কুড়াচ্ছে। তিনি তাকে ডেকে বললেন, বিনয় করি, তুমি একটা পাত্রে করে কিঞ্চিত জল আনো, আমি পান করব।"* এলিয়ের সেই কথা শুনে সেই বিধবা যখন জন আনতে যাচ্ছিল, এলিয় তখন তাকে ডেকে আরও বললেন, *"বিনয় করি, আমার জন্য এক খণ্ড রুটি হাতে করে এনো।"* কিন্তু সেই বিধবার কাছে কী আছে? কিছুই নেই। বিধবা তাই এলিয়কে উত্তর দিল, *"তোমার ঈশ্বর জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য . . . ।"* লক্ষ্য করা বিষয় হল, সদাপ্রভুকে সেই বিধবা *"তোমার ঈশ্বর"* বলেছে। তিনি সেই বিধবার ঈশ্বর নন, কারণ হয়ত সেই বিধবা 'বালের' আরাধনা করে। অর্থাৎ, ইয়াওয়ে ঈশ্বর যদিও সেই বিধবার ঈশ্বর নন, তথাপি এলিয়ের ঈশ্বরের সম্মানে সেই বিধবা এলিয়কে জল ও রুটি দিতে চলেছে। সেই বিধবা আরও বলল, *"আমার ঘরে একটা পিষ্টকও নেই; কেবল জালায় এক মুঠো ময়দা ও ভাঁড়ে কিছুটা তেল আছে; আর দেখ, আমি খান দুই কাঠ কুড়াচ্ছি, তা নিয়ে গিয়ে আমার ও আমার ছেলেটার জন্য তা পাক করব; পরে আমরা তা খেয়ে মরব।"* সেই বিধবার এই কথা থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করি, সে কত গরিব ছিল। আমরা সেই বিধবা ও তার ছেলের চেহারা সহজেই কল্পনা করতে পারি। ছেলেটা একেবারে রোগা কঙ্কাল হয়ে গেছে। খিদের জ্বালায় চিৎকার করছে। অন্যদিকে, সেই বিধবার চেহারা আরও মারাত্মক, কারণ, সে যায় পায় বা তার কাছে যা আছে, তার সবটাই সে তার ছেলেকে দিয়ে থাকে। কিন্তু তার প্রতি এলিয়ের আবেদন: *"ভয় কোরো না; যা বললে, তা কর, কিন্তু প্রথমে তা থেকে আমার জন্য একটা ছোট পিঠে তৈরী করে আনো; পরে নিজের ও ছেলের জন্য তৈরী কোরো।"* আমাদের মধ্যে কত জন আছি, এলিয়ের এই কথা মতো কাজ করতাম? আমরা যদি সেই বিধবা হতাম, তাহলে হয়ত সকলেই তাকে এমন কথা বলতাম, *"না, তা হতে পারে না। আপনি একজন বিদেশী। আপনার ধর্মও আলাদা। আমি একজন বিধবা আর আমার ছেলে একটা অনাথ। আমরা কীভাবে আমাদের খাবার আপনাকে দেব? পরিবর্তে, আপনি একটা চাকরি যোগার করুন ও আমাদের খাদ্য যোগান।"*

এলিয়ের আচরণে আমরা তাকে ভুল বুঝতে পারি। কিন্তু আসলে এলিয় এর দ্বারা তার প্রতি রুক্ষ ব্যবহার নয়, কিন্তু সেই বিধবাকে বিশ্বাসে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কারণ, বিশ্বাস হল, *"প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি"* (ইব্রীয় ১১:১)। বিশ্বাস হল, যা চোখে দেখা যায় না, এমন বিষয়ে বিশ্বাস; ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় আস্থা স্থাপন। এলিয় তাকে আরও বলেছেন, *"কারণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বলেন, যে দিন পর্যন্ত সদাপ্রভু পৃথিবীর মাটিতে বৃষ্টি না দেন, সেই দিন পর্যন্ত তোমার ময়দার জালা শূন্য হবে না, ও তেলের ভাঁড় শুকিয়ে যাবে না।"* ১৫ পদে বলা হয়েছে, *"তাতে সে গিয়ে এলিয়ের কথানুসারে করল।"* বিশ্বাস হল ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা। সেদিন এলিয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর যে বাক্য সেই বিধবার কাছে উপস্থিত করেছিলেন, সেই বিধবা তা পালন করেছিল, সেই বিধবা পিঠে তৈরী করে প্রথমে এলিয়কে দিয়েছিল। সে তা কী করে করতে পেরেছিল? পরিসংখ্যান বলে, গরিবরাই সবথেকে উদার বা সহৃদয় ব্যক্তি। গরিবরাই মণ্ডলীতে প্রভুর কাজের জন্য দশমাংশ ও অন্যান্য দান এনে থাকে। আপনি যত বেশি ধনি হবেন, আপনি তত বেশি লোভী হবেন।

পরবর্তী ঘটনা আমরা জানি, ঈশ্বর যেমন অলৌকীকভাবে প্রান্তরে তাঁর প্রজাদের মান্না যুগিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে তিনি সেই বিধবাকে ময়দা ও তেল যুগিয়েছিলেন, *"ঐ ময়দার জালা শূন্য হল না, তেলের ভাঁড়ও শুকালো না"* (১৬ পদ)। কিন্তু এই ঘটনার পর সেই বিধবার একমাত্র পুত্র

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অসুস্থ হয়ে মারা গেল (১৭ পদ)। তখন সেই বিধবা এলিয়র উপর চটে গিয়ে বলল, *"আপনার সঙ্গে আমার বিষয় কী? আপনি আমার অপরাধ স্মরণ করাতে ও আমার পুত্রকে মেরে ফেলতে আমার এখানে এসেছেন"* (১৮ পদ)। সেই বিধবা এখনও ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেনি, তাই কিছু মন্দ ঘটায় সে ঈশ্বরকে দোষ দিয়েছে। সে এখনও তার পুরানো ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিকোন থেকে তার পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করছে। তাই, মন্দ ঘটনাকে সে কেবল দেবতার শাস্তি হিসাবে চিন্তা করছে। কিন্তু সে এখনও জানে না যে, সমস্ত মন্দ ঘটনার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের শাস্তি দেন না। সেই বিধবা তার পাপকে স্মরণ করার কথা বলেছে, কিন্তু সে জানে না যে, একজন পরিত্রাতা আসতে চলেছেন, যিনি তার পাপের পরিবর্তে সমস্ত শাস্তি নিজে গ্রহণ করতে চলেছেন। ঈশ্বর তাঁর সন্তান আমাদের শাসন করেন, সংশোধন করেন, সংযত করেন; তিনি আমাদের শাস্তি দেন না। কারণ, যে শাস্তি আমাদের পাওনা ছিল, তা তিনি আমাদের পরিবর্তে যীশুকে দিয়েছেন।

যাইহোক, এলিয় সেই মরা ছেলেটিকে নিজের কুঠরীতে নিয়ে গিয়েছিলেন ও তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ২২ পদে বলা হয়েছে, *"সদাপ্রভু এলিয়ের কথা শুনলেন, তাতে বালকটির প্রাণ তার মধ্যে ফিরে এলো, সে পুনরায় জীবিত হল।"* বাইবেলের ঈশ্বর, সত্য ঈশ্বর। তিনি আপনাকে জানেন, তিনি আপনাকে ভালোবাসেন, তাঁর কৃপাদৃষ্টি আপনার প্রতি বর্তমান, তিনি আপনার যত্ন নেন। তিনি আপনার জন্য যা করেন, তা পরজাতিয় কোনও দেব-দেবী করতে পারে না। এরপর এলিয় যখন সেই জীবিত পুত্রকে বিধবার কাছে ফিরিয়ে দেন, তখন সেই বিধবা এমন কথা স্বীকার করেছিল, *"এখন আমি জানতে পারলাম, আপনি ঈশ্বরের লোক, এবং সদাপ্রভুর যে বাক্য আপনার মুখে আছে, তা সত্য"* (২৪ পদ)। অর্থাৎ, বাইবেলের ঈশ্বরের কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করেছে, সে ইয়াওয়ে ঈশ্বরের আরাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে।

এখন, যীশু যখন এই ঘটনার কথা নাসরতের সমাজগৃহে মিলিত লোকদের উদ্দেশে বলেছেন, তখন তার দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন, *"এই বিধবার থেকেও তোমাদের পরিস্থিতি খুব খারাপ। তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে তার থেকেও দূরে অবস্থান করছ। কারণ, তার তা-ও সেই বিশ্বাস ছিল, যার দ্বারা তাকে যা করতে বলা হয়েছিল, সে তা করেছিল।"* যীশুর এই কথা কিন্তু তারা মেনে নিতে রাজি নয়। তারা কখনও বালের আরাধনাকারী একটি পরজাতীয় হীন-দরিদ্রা বিধবার থেকে নিম্ন মানের হতে পারে না। তাই, তারা সকলে রেগে গেল ও যীশুকে মেরে ফেলতে চাইল (৪:২৮-২৯ পদ)।

ইলীশার সঙ্গে তুলনা : ৪:২৭ পদে যীশু এলিয়ের উত্তরসূরি ইলীশার জীবন থেকে একটি ঘটনাকে নির্দেশ করেছেন। এই ঘটনার কথা আমরা ২রাজা ৫:১-২৭ পদে পাই, যেখানে সুরীয় *(syrian)* সেনাপতি নামান ইলীশার মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ থেকে সুস্থ হয়েছিল।

এখন, নাসরতের এই সমস্ত ধার্মিক তাদের ছোটবেলা থেকে পরিচিত যীশুর মুখে এই সমস্ত নীতি কথা শুনতে রাজি নয়। তাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক পরিস্থিতি যে সেই বিধবার থেকেও মন্দ, তাদের পাপ যে কুষ্ঠ রোগের মতো মারাত্মক, এবং তাদের যে শুচিকৃত হওয়া প্রয়োজন- এই কথা তারা যীশুর কাছ থেকে শুনতে আগ্রহী নয়। তাদের নিজেদের চিন্তায়, তারা খুবই ধার্মিক ও উত্তম ব্যক্তি। যীশুর কাছে আসতে তাদের ধর্মই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম হল, ঈশ্বরের জন্য আমরা যা করি; কিন্তু যীশু হলেন, ঈশ্বর যা আমাদের জন্য করেছেন। ধর্ম হল, নিজের কাজের জন্য গর্ব; কিন্তু যীশু হলেন, আপনার পরিবর্তে যীশু যা করেছেন, তার গর্ব। তাই, তারা যীশুর উপর রেগে গিয়েছিল, যীশুকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু যীশু তাদের এড়িয়ে নাসরৎ ত্যাগ করলেন। যীশু পুনরায় নাসরতে ফিরে এসেছিলেন কি-না, সে বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তারা যীশুকে পরিত্যাগ করেছিল, নিজেরা পরিত্যক্ত হয়েছিল।

আজ আপনি কী করবেন? আপনি কি নাসরতের লোকদের ন্যায় তাঁকে বর্জন করবেন। না-কি, নামানের মতো প্রথমে ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেও, শেষে তাঁকে স্বীকার করবেন? এখনও আশা আছে, আপনি হয়ত এর আগে তাঁকে বর্জন করেছেন, কিন্তু তার জন্য যে আজ তাঁকে গ্রহণ করতে পারবেন না, তা নয়। আসুন, সেই বিধবার মতো যীশুকে গ্রহণ করি, তাঁকে প্রভু ও পরিত্রাতা বলে স্বীকার করি। তিনিই সেই একমাত্র ঈশ্বর, যিনি আপনাকে ভালোবেসে আপনার পাপের শাস্তি নিজে গ্রহণ করেছেন, এখন অপেক্ষা করছেন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com